জে.এম.এস. প্রোডাকসন্সের

নিবেদন

অমর প্রেম

রচনা ও পরিচালনা • মহেন্দ্র গুপ্ত

পরিবেশক • মহামায়া ফিল্ম

30-7-54

জে, এম, এস, প্রডাকসন্সের

সশ্রদ্ধ নিবেদন

অমর প্রেম

প্রযোজনা :

নীরেন্দুবিকাশ দাশগুপ্ত • শ্যামসুন্দর সাহা

আলোক চিত্র : বিশু চক্রবর্ত্তী
সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশ : কার্তিক বোস, বিজয় বোস
গীত রচনা : শ্যামল গুপ্ত
চিত্রাঙ্কনে : শচীন ভট্টাচার্য্য
শব্দযন্ত্রী : শিশির চ্যাটার্জ্জী
জে, ডি, ইরাণী

সঙ্গীত পরিচালনা : দক্ষিণামোহন ঠাকুর
ব্যবস্থাপনায় : লালমোহন রায়
রূপসজ্জায় : শৈলেন গাঙ্গুলী
নৃত্য পরিচালনা : অতিনলাল
ললিতকুমার
স্থির চিত্র : লাইট এণ্ড সেড

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

মহেন্দ্র গুপ্ত

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা : ধীরেন্দ্র দত্ত, অনিল দত্ত
শব্দযন্ত্রী : সন্তু বোস, ধরণী
আলোক সম্পাত : হেমন্ত, দেবেন,
মণীন্দ্র, অনিল
শিল্প নির্দ্দেশ : সোমনাথ চক্রবর্ত্তী

ব্যবস্থাপনায় : নিতাই, পটল, শান্তি,
চিত্ত, অনাদি
সঙ্গীত পরিচালনা : নির্ম্মল বিশ্বাস
অলোক মজুমদার
রূপসজ্জায় : দুর্গা ব্যানার্জ্জী

ক্যালকাটা মুভিটোন ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে

আর, সি, এ; শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীতে প্রস্ফুটিত

রূপায়ণে

সন্ধ্যারাণী, প্রণতি ঘোষ, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, অভি ভট্টাচার্য্য, কমল মিত্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, জয়নারায়ণ মুখার্জ্জী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, আশু বোস, তারাকুমার ভাদুড়ী, নৃপতি, নবদ্বীপ, রাজলক্ষ্মী (বড়) সত্য পাঠক, হারাধন, হাবুল দা, বিষ্টু, অনিল, রবি, মিহির, যমুনা, চিনু, তারক, অনাদি, বলাই, আশা দেবী, সবিতা, মায়া, মেনকা, মীরা, মীনা, পুষ্প, লক্ষ্মী রায়, মাঃ গোপাল ও নবাগতা মলি চ্যাটার্জ্জী।

একমাত্র পরিবেশক :

মহামায়া ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স : ৩০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কাহিনী

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রফেসর রায় উজ্জয়িণীতে একখানি প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করেন। পুঁথিখানিতে "অমর প্রেম" নামে একটি অসম্পূর্ণ প্রেম কাহিনী বর্ণিত আছে।

কাহিনীটি এইরূপ—

সেকালে উজ্জয়িনী নগরের সানুদেশে বসুভূতি নামে এক চিত্রকর ছিল। তার বাগ্দত্তা বধুর নাম শিপ্রা। বসুভূতি একদিন বসন্ত উৎসব দেখতে উজ্জয়িনীতে যায়। সেখানে অপরূপ সুন্দরী শ্রেষ্ঠীকন্যা মাধবসেনার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। মাধবসেনার রূপে মুগ্ধ হয়ে সে উজ্জয়িনীতে তারই আশ্রয়ে থেকে গেল; প্রতিক্ষাকাতরা শিপ্রার কথা তার মনেই রইল না। কিছুদিন অপেক্ষা করে উদ্বিগ্ন মনে শিপ্রা উজ্জয়িনীতে চলে এল বসুভূতির সন্ধানে। মাধবসেনার একটুখানি পূর্ব ইতিহাস এখানে বলা দরকার। তার বাবা গৌরীদানের পুণ্য সঞ্চয় করবার জন্য আট বৎসর বয়সে তার বিয়ে দিয়েছিলেন কামন্দক নামক এক ভবঘুরে বালকের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের রাত্রেই কামন্দক মাধবসেনার কণ্ঠহার চুরী করে পালিয়ে যায়। অতি দীর্ঘকাল তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এবার বসন্ত উৎসবের সময় কামন্দক উজ্জয়িণীতে ফিরে আসে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তার অবস্থা অতি শোচনীয়। এক নাটকীয় মুহূর্ত্তে বসুভূতি ও মাধবসেনার সঙ্গে দেখা হয়—শিপ্রার এবং

ভিখারীবেশী কামন্দকের। মাধবসেনা জানতে পারল—কামন্দকের পরিচয়। অন্তরে এল তার ঘৃণা। সে বসুভূতিকে বলল—"চল, আমরা এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই।" বসুভূতিও শিপ্রার অশ্রু ছলছল চক্ষুর নীরব মিনতি উপেক্ষা করে নৌকায় করে পালিয়ে গেল মাধবসেনার সঙ্গে। শিপ্রা বাধা দিল না—শুধু বলল—"আমি জানি—বসুভূতি মাধবসেনার নয়, আমার! তাকেই স্বামীরূপে পাব বলে আমি প্রতিদিন মহাকাল মন্দিরে বিল্বদল অঞ্জলি দিয়েছি, এ জন্মে হোক জন্মান্তরে হোক—আমি তাকে ফিরে পাব।"

এই পর্য্যন্ত রচনা করেই "অমর প্রেম" কাহিনীর রচয়িতা কবি নাগভট্ট মৃত্যু বরণ করেন। নাগভট্টের সেই অসম্পূর্ণ কাহিনী পাঠ করে প্রফেসর রায়ের মনে প্রশ্ন জাগল—"যদি জন্মান্তরবাদ সত্য হয়—তবে সেই শিপ্রা, বসুভূতি, মাধবসেনা, কামন্দক আবার কি জন্মগ্রহণ করেনি? যদি জন্মগ্রহণ করে থাকে কে জানে তারা কোথায়? কত দূরদেশে?"

* * * * * *

কলকাতাগামী সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠল দুটি অপরিচিত তরুণ-তরুণী। হাওড়া ষ্টেশনে নামবার সময় তাদের সুটকেশ বদল হয়ে গেল। এই তরুণ তরুণীর আবার আচম্বিতে দেখা হল—ওরিয়েণ্টাল আর্ট একজিবিশনে। এই একজিবিশনে ছবি এঁকে প্রথম পুরস্কার পেল পূর্ব্বোক্ত তরুণ নিখিলেশ চৌধুরী। এবং সে পুরস্কার ঘোষণা করলেন প্রতিযোগিতার বিচারক প্রফেসর রায়; তরুণী ঐ প্রফেসর রায়েরই মেয়ে—নাম লিলি। প্রফেসর রায়ের আমন্ত্রণে নিখিলেশ তার বাড়ীতে গেল; সেই হতে সূত্রপাত হল লিলি ও নিখিলেশের মনে অদৃশ্যশরে পুষ্পধনুর লুকোচুরী খেলা। একদিন নির্জ্জন গৃহে এই দুটি প্রণয়মুগ্ধ কপোত কপোতী যখন প্রণয় গুঞ্জন কচ্ছিল—অতর্কিতে তার দু' একটি কথা প্রফেসর রায়ের কানে গেল; অতর্কিতে হাত থেকে তাঁর "অমর প্রেম" পুঁথিখানি পড়ে যেতে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন—লিলি ও নিখিলেশের আলাপন আশ্চর্য্যভাবে মিলে যাচ্ছে—অতীত-যুগের নায়ক এবং নায়িকার কথোপ-কথনের সঙ্গে। একি অদ্ভুত সাদৃশ্য! একি তবে তাদেরই নবজন্ম? তা যদি হয়—তবে সে যুগের আর একটী নায়িকা কোথায়? সেও কি জন্মগ্রহণ করেছে কলকাতায়? প্রফেসরের এই জিজ্ঞাসার সমাপ্তি হল কেমন করে, কত বিচিত্র ঘটনার আবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে, তা আমরা বলে কাহিনীর কৌতূহল ব্যর্থ করে দেব না; রূপালী পর্দ্দাতেই এ জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি দেখুন।

★ ★
★

—গান—

[১]

শিপ্রার গান

মোর যৌবন উপবনে
এস আজি চিতচোর,
ধরা দাও মালিকার বন্ধনে
প্রিয় মোর চিতচোর ॥

অঞ্জন আঁকা দুটি আঁখি পল্লব ছায়—
স্বপ্নের দূতী তব লিপি রেখে চলে যায় ।
মিলনেরি তিয়াষায় কত নিশি হল ভোর ॥
অঙ্গের অগুরুর গন্ধের আভাসে
অনুরোধ পাঠালে কে চঞ্চল বাতাসে ।
অলখিতে রয়ে তব বেণু তব মধু বেণু বাজায়ে
চরণের গতি রাগে কেন দাও লাজায়ে ;
সুরে সুরে কেন দুরে টানে তব মায়া ডোর ।

[২]

বসন্তোৎসবের গান

(সমবেত)

এসো গো এসো এ হোলী খেলায়
আজ রঙে যে রাঙাবো আমি তোমায় ॥
আবিরে রাঙানো সুরভি বারি ।
এনেছে সখীরা ভরিয়া ঝারি
বেঁধেছে ঝুলনা তরু শাখায় ॥
নয়ন মানেনা বাধা যে আজ—
চপল পুলকে ভোলে সে লাজ ;
তাই মধুর প্রণয় রাঙে হিয়ায় ॥
আজিকে অতনু ফুলশরে,
মদির অলস মায়াভরে ;
মিলন পিয়াসী তনুলতায় ।
আজ রঙে যে রাঙাবো আমি তোমায় ॥

[৩]

মাধবসেনার গান

সুন্দর এলে মম পূর্ণিমা রাতে
অন্তর মন্দিরে অন্তরতম ।
পূর্ণিমা রাতে এলে সুন্দর মম ॥
কতযুগ ধরে মোর অনুরাগ স্বপ্ন—
চেয়েছিল আজিকার এই শুভলগ্ন ।
ধন্য করেছ মোরে ওগো নিরুপম ॥
তনু-মনে যেন তাই অধীর আনন্দে
বসন্ত ওঠে দুলি গীতালীর ছন্দে ।
বলো তুমি, যদি যায় এই নিশি বহিয়া
জীবনের মধুরাতি যাবে তবু রহিয়া—
মরমের ফুলবনে চির মনোরম ॥

[৪]

লিলির গান

ঐ চঞ্চল ঝিরি ঝিরি ঝরণা কোন্ সুর তোলে
তুমি দাও বলে—তুমি দাওগো বলে ঃ
এই বনানীর মর্মর গানে কোন মায়া দোলে ॥
মন কথা কয় নয়নে এসে
প্রেম জাগে তাই অধরে হেসে ।
সারা বেলা আজ মধু আবেশে কার ব্যথা ভোলে ॥

[৫]

সাঁওতালী গান

(সমবেত)

মারাং বুঢ়্ চোট্টরে রহড় বাহিড়-রে
ময়না মিরু
যাপাড়ম্ গজ্রী বড়ী লুটী চিম্ড়ী
ময়নামিরু লং লটাগোজে ॥
জামতুরা বাজারে মাসে তিরি মেঁ মে
সড় সৈঁ সড় সৈঁ সিয়র সৈঁ সিয়র সৈঁ ।
ও——
ইনা ইন্দুম্ নইন্দুম্
লিলো ওইলো লিলোরে
লিলো ওইলো লিলোরে ।

[৬]

অপর্ণার গান

মোর প্রেমের দেউল তলে
বিরহের মণি-দীপ নিশিদিন জ্বলে ।
ওগো কৃষ্ণা তিথির চাঁদ,
তন্দ্রাবিহীন রাত—
প্রাণ-যমুনায় ছায়া ভাসে তব
আমি ভাসি আঁখিজলে ॥
হেমহার খুলে দোলাসু হিয়ায়
কৃষ্ণকলির মালা,
কৃষ্ণচূড়ার কানন ধূলায়
লুটাই জুড়াতে জ্বালা ।
পাষাণ দেবতা বলো বলো শুনি,
আমারে কাঁদায়ে সুখী হবে তুমি ?
তাই যদি হয় সুখেতে কাঁদিব
এ জীবনে পলে পলে ॥

রচনা—মহেন্দ্র গুপ্ত ।

1954

—পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

অভিনব পৌরাণিক নাটক

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

মহেন্দ্র গুপ্ত

সঙ্গীত পরিচালনা—দুর্গাসেন

★★
★

রোমাঞ্চকর চিত্র অর্ঘ্য

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

মহেন্দ্র গুপ্ত

মাহামায়া ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স প্রচার সচীব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক ৩০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ, ঠাকুর ক্যাশেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।